উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

আঞ্চলিক কার্যালয়, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া।

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ নং ধারার বিধান মতে

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, **মেসার্স প্রীয় মটরস** এর মালিক **মোঃ ফজলে এলাহী (লিমন)** পিতা- মোঃ রহমত আলি প্রধান, ঠিকানা- গ্রাম- উত্তর সুজাপুর, থানা- ফুলবাড়ী, পোঃ ও জেলা- দিনাজপুর। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে **উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড,** ফুলবাড়ী শাখা, দিনাজপুর হইতে **৩৫,০০,০০০/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ)** টাকা ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো) ঋণ গ্রহন করিয়াছিলেন। ঋণের জামানত হিসাবে তাহার নিজ নামীয় এবং তাহার পিতা (মোঃ রহমত আলি প্রধান) ও মাতা (মোসাঃ আকতার জাহান) এর নামীয় নিম্নলিখিত তফশীলভুক্ত সম্পত্তি ব্যাংকে বন্ধক রাখেন। বারবার তলব ও তাগাদা দেওয়া সত্বেও ঋন গ্রহীতা/বন্ধকদাতাগন/ উত্তরাধিকারীগনের নিকট হইতে ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায় করা সম্ভব হয় নাই। **১৪/০৯/২০১৭ইং** তারিখ পর্যন্ত সুদসহ ব্যাংকের সর্বমোট পাওনা **৪১,৮৮,০২৩.৯৬ (একচল্লিশ লক্ষ আটাশি হাজার তেইশ টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা)** মাত্র। ঋণ নেওয়ার সময় ঋণ গ্রহীতা/বন্ধকদাতাগন বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করার ক্ষমতা ব্যাংককে প্রদান করিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এবং উল্লেখিত আইনের বিধান মতে নিম্ন তফসীল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। আগ্রহী ক্রেতাগন কর্তৃক আগামী **২৯/১০/২০১৭ইং** তারিখে বেলা ১ (এক) ঘটিকার মধ্যে ফুলবাড়ী শাখা, দিনাজপুরের রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে অথবা খামের উপর **"সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র"** লিখিয়া রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে উক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং ঐদিন বেলা ৩ (তিন) ঘটিকার সময় দরপত্রসমূহ দরপত্র দাতা কিংবা তাহাদের প্রতিনিধিদের সম্মুখে (কেহ যদি উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হইবে। দরপত্র অবশ্যই শর্তমুক্ত হইতে হইবে। বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য উত্তরা ব্যাংকের অনুকুলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার আকারে নিম্নরূপ জামানত দরপত্রের সহিত দাখিল এবং বর্ণিত পরিশোধসূচী অনুযায়ী বাকী টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্য	জামানত	বাকী টাকা পরিশোধের সময়
অনূর্ধ্ব টাকা ১০,০০,০০০/-	২০%	দরপত্র গৃহিত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিন
টাকা ১০,০০,০০১/- হইতে অনুর্ধ্ব টাকা ৫০,০০,০০০/-	১৫%	দরপত্র গৃহিত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিন
টাকা ৫০,০০,০০০/- এর অধিক	১০%	দরপত্র গৃহিত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিন

দরপত্র গৃহীত হইবার পর উপরোল্লিখিত সময়ের মধ্যে বাকী টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে জামানতের টাকা ব্যাংকের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। প্রকাশ থাকে যে, দরপত্র উল্লেখিত মূল্য অসম্পূর্ন বা কম প্রতীয়মান হইলে অথবা অন্যকোন কারনে দরপত্র ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া পরিলক্ষিত হইলে কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সকল দরপত্র বাতিল করিবার অধিকার সংরক্ষন করে।

তফসিল ভূক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যথা- সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির যে কোন পাওনা বা দাবী থাকলে তাহা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব অত্র ব্যাংকের উপর বর্তাবেনা। ইহা ছাড়া দরপত্র দাতাকে রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত খরচ, স্টাম্প ডিউটি ও অন্যান্য শুল্ক যদি থাকে এবং দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করতে হবে।

তফসীল

১) জেলা- দিনাজপুর, থানা-ফুলবাড়ী, মৌজা- সুজাপুর, জে এল নং-৪৮, খতিয়ান নং সি এস-৩৯৯ এস এ-৫৯০, খারিজ-২০৭৩, দাগ-১৮৯, জমির পরিমান- ৬.০০ শতক আবাসিক জমি। মালিক- মোঃ ফজলে এলাহী (লিমন) (ঋণ গ্রহিতা)

২) জেলা- দিনাজপুর, থানা-ফুলবাড়ী, মৌজা- রাজারামপুর, জে এল নং- ১২১, খতিয়ান নং সি এস- ৩৬৮, ৩৮১ এস এ- ৪৩৬, ৪৪৩, খারিজ- ৭২১, ১১৮২ দাগ- ৩৭৯৫, ৩৭৯৪ জমির পরিমাণ (৬.০০+৮.০০)= ১৪.০০ শতক। মালিক- মোঃ রহমত আলী প্রধান (ঋণ গ্রহীতার পিতা)

৩) জেলা- দিনাজপুর, থানা- ফুলবাড়ী, মৌজা- রাজারামপুর, জে এল নং-১২১, খতিয়ান নং- সি এস-৩৬৮, এস এ-৪৩৬, খারিজ- ৮৮৩, ৭২১, দাগ- ৩৭৯৫ জমির পরিমান- ৬.০০ শতক আবাসিক জমি। মালিক- মোসাঃ আকতার জাহান (ঋণ গ্রহিতার মাতা)

৪) জেলা- দিনাজপুর, থানা- ফুলবাড়ী, মৌজা- সুজাপুর, জে এল নং- ৪৮, খতিয়ান নং- সি এস-৬২৫, এস এ-৮০৮, ৮০৯ খারিজ- ২১৩৭, দাগ- ১৮, জমির পরিমান- ৩৭.২৫ শতক বানিজ্যিক জমি। মালিক- মোঃ ফজলে এলাহী (লিমন) (ঋণ গ্রহীতা)

৫) জেলা- দিনাজপুর, থানা- ফুলবাড়ী, মৌজা- রাজারামপুর, জে এল নং-১২১, খতিয়ান নং- সি এস-৪৯/১, এস এ-৫৮, খারিজ- ১০০৬, দাগ- ৩৭৯৬ জমির পরিমান- ১২.০০ শতক আবাসিক জমি। মালিক- মোঃ ফজলে এলাহী (লিমন) (ঋণ গ্রহীতা)

উপ-মহাব্যবস্থাপক
আহ্বায়ক ও চেয়ারম্যান
টেন্ডার কমিটি।

সাইজ ঃ ৭″ X ৩ কলাম